উন্নয়নের লক্ষ্যেই চরাঞ্চলের নারী মার্কেট প্রকল্প

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার দুস্থ অসহায় নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউএসএআইডি নারী-মার্কেট প্রকল্পটি হাতে নেয়। কিন্তু স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করা, পুঁজি স্বল্পতা, পরিকল্পনাবিহীন উদ্যোগের কারণে বর্তমানে এটি বন্ধ হওয়ার পথে। ফলে নারীরা আবার কর্মহীন হয়ে পড়ছে। সংশ্লিষ্টজনদের পৃষ্ঠপোষকতায় চাহিদামতো বাজার তৈরি করে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করা সম্ভব বলে স্থানীয় নারীরা জানিয়েছেন।

২০০৪ সালে ২২ লাখ ৪৮ হাজার ৭১৬ টাকা ব্যয়ে নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার চর বাটা ইউনিয়নের যোবায়ের বাজারে এলজিইডি নারী মার্কেট নামে এ প্রকল্প বাস্বায়ন করে।

সরেজমিন পরিদর্শনে জানা যায়, প্রকল্প নির্মাণকালে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করা হয়নি। প্রভাবশালী ধনীদের পরামর্শে পিছিয়ে পড়া নারীদের ব্যবসায়িকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়। দাতা সংস্থার দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে নয় জন নারী পান-সুপারির দোকান, মুদি মনোহরিসহ নানাবিধ ব্যবসা শুর" করেন।

বাজারের ভোক্তাদের মাঝে শতকরা ৪০/৪৫ জনই নারী। সামাজিকভাবে এটি একটি নতুন উদ্যোগ। এসব কারণে প্রথম বছর বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু এ বাজারের পুরোনো ব্যবসায়ী রয়েছেন শতাধিক। প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্প পুঁজি আর দরিদ্রতার কারণে টিকে থাকতে পারছেন না নারী ব্যবসায়ীরা।

অনিমা (৫০) পান বিতানের মালিক, নারী মার্কেটের সভানেত্রী। তিনি জানান, আগে মাঠে কাজ করতেন। বর্তমানে পান, সুপারি, চুন বিক্রি করছেন কিন্তু সংসার চলছে না। ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য ব্যবসা করার চিন্‍া করতে হ"ছে। প্রথম এ ব্যবসা বুঝতেন না। এখন পুঁজি কম থাকায় অন্যদের সাথে টিকে থাকতে পারছেন না। বিক্রির জন্যে কম জিনিস কিনলে বিক্রি করতে হয় বেশি দামে। তিনি বলেন, এলাকার সবাই ভালো ব্যবহার করেন। সপ্তাহে দুই দিন বাজার বসে। পানসুপারি কমবেশি সবাই কেনে বলে এখনো তিনি কোন রকম টিকে আছেন। নয়জন দোকানির মধ্যে এখন মাত্র দু'জন অনেক কষ্টে টিকে আছেন। বাকিরা মাঠে কাজ করেন। কেউ কেউ বাঁশের তৈরি খাঁচা, মোড়া, লাই, ঢুলা, খারি, কুলা এবং পাটি পাতা দিয়ে সুদৃশ্য পাটি, পাখা তৈরিসহ নানা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ব্যবসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোনো হিসেব রাখি না। যা বিক্রি হয় তা খরচ করি। হিসেব রাখার দরকার হয় না।

নারী মার্কেটের সেক্রেটারি হাসিনা বেলা এগারোটা বাজার আগেই দোকান বন্ধ করে চলে গেছেন। তার বাড়ীতে গিয়ে জানা যায়, এ ব্যবসায় তার পোষায় না। বাঁশ-বেতের কাজ জানে, ভালো পাটি বানায় আর তা থেকে ভালো আয় হয়। যদি বাজার কমিটি, স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বারসহ দাতা সংস্থা বাজার সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন বাজারে কেনাবেচার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে তবে বর্তমানের দোকানঘরগুলিতে ব্যবসায়ের ধরন পাল্টানোর দরকার বলে মত প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীগণ। বাজার কমিটির সেক্রেটারি বেলাল উদ্দিন জানান, চেয়ারম্যান কর্তৃক ৭০/৮০ জন দুস্থ নারী থেকে বাছাই করে নয়জনকে দোকান বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে এ ব্যবসায় তারা টিকছেন না, টিকবেনও না। যদি বাঁশ, বেত, পাটি পাতার কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে তারা ব্যবসায়ে ভালো করবেন বলে জানান স্থানীয় বাসীন্দারা। কারণ এ কাজে তারা দক্ষ, প্রশিক্ষণ দিলে আরও ভালো করবেন। এলাকার ক্রেতাদের শহর থেকেই এসব পণ্য কিনতে হয়। অল্প পুঁজি দিয়ে এর বাজারজাতকরণে সহায়তা করলে এ জাতীয় প্রকল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি জোরালো অভিমত দেন। পুরোনো ব্যবসায়ী ইব্রাহিম খলিল জানান, এখানে বাজার কমিটি নিষ্ক্রিয়। ব্যবসায়ীদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও উন্নয়ন পদক্ষেপে তারা মোটেও আন্‍রিক নয়। দায়িত্বশীল কর্ম উদ্যোগী বাজার কমিটি গঠন করা গেলে নারী মার্কেটের উদ্যোগ সফল হতে পারে।

স্থানীয় কাঁচামাল, বাঁশ-বেত, পাটিপাতা ইত্যাদি দিয়ে নারীদের আত্মকর্মসংস্থান কার্যক্রম গ্রহণ করে চাহিদামতো বাজার তৈরি করা যায়। এর ফলে দুস্থ নারীরা সহজে স্বাবলম্বী হবে। এসব তথ্য দেন নারী মার্কেটের দোকানি, বাজার কমিটি, ভোক্তাসহ অভিজ্ঞজনরা ।
দেশের স্বনির্ভরতা তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নারী উন্নয়নে সরকারের ঘোষিত নীতি অনুসারে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুর"ত্ব সহকারে এ কাজে এগিয়ে এসেছে। সরকারি-বেসরকারি স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চর মজিদ যোবায়ের বাজারে গড়ে উঠতে পারে একটি সফল বাঁশ-বেত প্রকল্প।

রিপোর্টটি তৈরি করেছেন : গোলাম মহিউদ্দিন নসু, রাবেয়া সুলতানা নাজনিন ও কামাল উদ্দিন চৌধুরী